ডাকসুর ভিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ঢাবি ছাত্রদলের আলটিমেটাম

নিজস্ব প্রতিবেদক

সংগৃহীত ছবি

গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগ তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) মো. আবু সাদিকসহ (সাদিক কায়েম) কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে ছাত্রদল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা ছাত্রদল।

গতকাল রবিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর উপাচার্যের

কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রদল। এ সময় ছাত্রদলের ঢাবি শাখার সভাপতি গণেশচন্দ্র রায় সাহস বলেন, ‘আমরা প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ আচরণ প্রত্যাশা করি।

সরকারে যে-ই থাকুক না কেন, প্রশাসনের ভূমিকা হওয়া উচিত সবার জন্য সমান।’ তিনি আরো বলেন, ‘রাজনৈতিক কার্যক্রম চললেও শিক্ষার পরিবেশ যেন বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।’

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন অভিযোগ করেন, ‘শিবিরের গুপ্ত রাজনীতির কারণেই আজ ঢাবি ক্যাম্পাস উত্তপ্ত। ৫ আগস্টের পর থেকে বিভিন্ন ভুয়া আইডির মাধ্যমে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে, যা সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করেন না।

’

ছাত্রদলের দেওয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ‘২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে

উসকানিমূলক, অশালীন ও ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়ে ক্যাম্পাসে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে বিশেষ করে ছাত্রদলের নেতাকর্মী, বিশেষত নারী নেত্রীদের লক্ষ্য করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী ফয়সাল উদ্দিন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ও বিজয় একাত্তর হল সংসদের ভিপি হাসানুল বান্নাহ এবং ডাকসুর ভিপি মো. আবু সাদিক জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।’

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, ‘DU Insider, ঢাবি কণ্ঠস্বর (Daily DUCSU) এবং DU Observer (Voice of Gen Z) নামের কয়েকটি ফেসবুক গ্রুপ ও পেজ থেকে নিয়মিত অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

’ এই প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি উল্লিখিত ফেসবুক গ্রুপ ও পেজগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধের দাবি জানানো হয়। প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহায়তায় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।